দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 17 MAY 2010
পৃষ্ঠা

শিক্ষাখাতে যেমন বাজেট চাই

শিক্ষা একটি দেশ ও জাতির মূল চালিকা শক্তি। শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া দেশের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার অর্থায়নে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। শুধু কাগজে-কলমে থাকলেই হবে না কাজেও প্রমাণ করতে হবে যে, শিক্ষা সবচেয়ে উৎপাদনশীল খাত। দরিদ্র ও পশ্চাৎপদতাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চাইলে উন্নতদেশের মত শিক্ষা, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের ওপর বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। দিন বদলের শ্লোগান নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল বর্তমান সরকার। সে অনুযায়ী প্রথম বাজেটে সরকার শিক্ষাখাতে বিশেষ কিছু সুবিধা রেখেছিল। তারপরও শিক্ষাখাতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর এক মাস পরেই সংসদে উপস্থাপনা করা হবে ২০১০-১১ সালের প্রস্তাবিত বাজেট। এর মধ্যেই শুরু হয়েছে বাজেট নিয়ে নানা আলোচনা। সরকারের দ্বিতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতকে কেমন দেখতে চান, তা জানতে চাওয়া হয়েছিল বাংলাদেশের শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের কাছে। বাজেট নিয়ে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন- জুয়েল মাহমুদ

প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদ
সাবেক ভিসি, ঢাবি।

বাংলাদেশের মত ছোট আয়তনের বিশাল জনসমষ্টির এই জনপদের জনসমূহকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করার মাধ্যম হল শিক্ষা। শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। একদিকে যেমন শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করতে হবে অন্যদিকে তেমনি প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের মাধ্যমে উন্নত শিক্ষা প্রদান, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণার ব্যাপক বিস্তার এবং জনসমষ্টির মধ্যে উন্নত জীবন বোধের প্রণোদনা দানেরও কোন বিকল্প নেই। এ জন্য জাতিকে এর যথার্থ মূল্য দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। উন্নত পাশ্চাত্যের দিকে না তাকিয়েও আমরা যদি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে দৃষ্টি দিই তাহলেও দেখতে পাব কীভাবে বাংলাদেশের মত পশ্চাৎপদ অনগ্রসর রাষ্ট্রসমূহ মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া, মালেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনস্-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাংলাদেশকেও অগ্রসর হতে হবে। উল্লেখিত দেশসমূহে কোন কোন সময় শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়েছে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৪-৬ ভাগ। এখন আমরা বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে ব্যয় করে থাকি জাতীয় উৎপাদনের ২ ভাগেরও কম। আগামী বাজেটে আমরা এর একটি প্রতিফলন আশা করি।

সম্প্রতি যে শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে সেক্ষেত্রেও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের হার বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট, শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে অন্তত পক্ষে জাতীয় উৎপাদনের তিন ভাগ বিনিয়োগ করা জরুরী বলে আমি মনে করি। তা না হলে আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেখানেই ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে।

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষায় জাতীয় মেরুদণ্ড, শিক্ষার ওপর ভিত্তি করেই একটি জাতি দাঁড়িয়ে থাকে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ গুরুত্বটা উপলব্ধি করে শিক্ষাখাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে, এ শিক্ষানীতি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে সুনির্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। শিক্ষাখাতে বিনিয়োগের ব্যাপারে উন্নত দেশসমূহ থেকে আমরা অনেক দূরে অবস্থান করছি। তাই বাজেট ঘোষণায় উন্নয়ন এবং রিভুনিউ বাজেটে শিক্ষাখাতকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। আমি মনে করি ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে জাতীয় উৎপাদনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ হওয়া উচিত। তবে অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাজেটে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা প্রাথমিক শিক্ষা হল জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণ। প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন স্কেল এর ঘোষণা এই বাজেটের মধ্যে আসা উচিত। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন করা গেলেই শুধুমাত্র শিক্ষার টেকসই উন্নয়ন ঘটবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, আরও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগসহ সর্বোপরি আধুনিক সিলেবাস প্রণয়ন করার ঘোষণা এই বাজেটে থাকা উচিত। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ব্যয় বরাদ্দ দেয়া হয় আমি মনে করি তা দিয়ে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব নয়। তাই বাজেটে উচ্চ শিক্ষার ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ এই বাজেটে থাকা উচিত। কেননা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি ছাড়া আলোকিত মানুষ পাওয়া সম্ভব নয়। তাই সরকারের সংশ্লিষ্টদের কাছে দাবী ২০১০-১১ অর্থ বছরে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ যেন দেয়া হয়।

প্রফেসর ড. মেসবাহ উদ্দীন আহমেদ
ভিসি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষাখাতে অবশ্যই আমরা সর্বোচ্চ বরাদ্দ চাই। কাগজ-কলমেও তা দেখানো হয় কিন্তু যেভাবে এটার ভাগাভাগি হয় তা আমাদের চিন্তিত করে ফেলে এবং জাতীয় আয়ের যত শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা দরকার বর্তমানে তার থেকে অনেক কম ব্যয় করা হয়। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ দেয়া হয় তা সুষ্ঠুভাবে উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট নয়। আমরা আশা করবো, বর্তমান সরকার ২০১০-১১ সালের বাজেটে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য যথেষ্ট বরাদ্দ রাখবেন। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি করা যে কোন দেশের জন্যই মঙ্গলজনক। সরকারের যারা নীতি নির্ধারক তাঁদের এ সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে যে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের আও কোন রিটার্ন না পাওয়া গেলেও এটা একটি দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ। যা দেশ এবং জাতির উন্নয়নের মূল শক্তি। দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে আরও গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। তবে অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বচো গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে এবং সে অনুসারে আগামী বাজেটে একটি দিকনির্দেশনা পাওয়ার আশা আমরা করি। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য আগামী বাজেটে একটি সুনির্দিষ্ট খাতে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

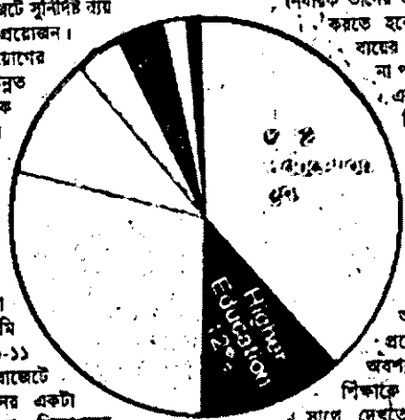

প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমেদ
প্রধান সমন্বয়কারী, জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট ও ট্রেজারার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

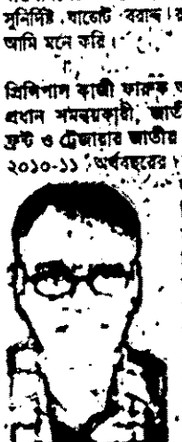

২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে-সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সন্তানদের শিক্ষার স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জনসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দেয়া। তত্ত্বকথার চেয়ে প্রয়োগে, জীবন জীবিকার মান উন্নয়নে সহায়ক শিক্ষা নিশ্চিত করতে সিংহভাগ সামাজিক আর্থিক বিনিয়োগ করতে হবে। এবারের বাজেটে, অবশ্যই সাক্ষরতা অর্জন, প্রাথমিক শিক্ষার সাথে কর্মমুখী শিক্ষায় সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রের পূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে রেখে দিয়ে বাকি স্তরগুলোতে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় করে স্বল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া জোরদার করা যেতে পারে। পারস্পরিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। এদেশের শিক্ষার জন্য জনগণের কর প্রদান হোক অথবা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখার সুযোগ সুনির্দিষ্টভাবে এ বাজেটে করা যেতে পারে। প্রয়োজন বাস্তবানুগ পরিকল্পনা তৈরী করে তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা। ২০১০-১১ সালের বাজেটে সরকার, স্থানীয় সরকার ও বেসরকারী উদ্যোগসহ সকল উৎস থেকে শিক্ষার অর্থায়ন হতে পারে প্রয়োজনে বিদেশী সহায়তাও নেয়া যেতে পারে। তবে সবকিছু হতে হবে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে নয়, সুনির্দিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনাধীনে।

আবদুস সালাম
সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ননফরমাল এ্যান্ড কন্টিনিউয়িং এডুকেশন (আইইআর) ঢাবি।

শিক্ষা একটি দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সেক্টর। জনগণকে জনসম্পদে পরিণত করার একটি শক্তিশালী মাধ্যমই হল শিক্ষা। সে কারণে বাজেটে অবশ্যই শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ বরাদ্দ করতে হবে। শিক্ষাখাতে জাতীয় আয়ের কমপক্ষে ৬% যদি ব্যয় বরাদ্দ দেয়া যায় তাহলে বাংলাদেশের-শিক্ষাব্যবস্থা একটি সুষম শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে ধরে নেয়া যাবে। আগামী বাজেটে সরকারকে যে কাজটি করতে হবে তা হল শিক্ষাখাতকে সেবাখাত হিসেবে চিহ্নিত করা। কারণ, শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ করলে অতিদ্রুত এর প্রতিদান পাওয়া যাবে না। দীর্ঘদিন পরে এর রিটার্নটি আসে। তবে যে রিটার্নটি আসবে তা হবে অবশ্যই টেকসই। তাই টেকসই উন্নয়নের জন্যই শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ থাকা উচিত। মৌলিক বা প্রাথমিক শিক্ষার পেছনে বাজেটে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা আমরা আশা করি।

খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, বই, খাতা ফ্রি প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে আগামী বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন।

দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ, চাকরিকালীন সময়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বাজেটে আরও বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকার আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতা এবং স্থানীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে কাজ করতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য আমরা আগামী বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ চাই, কেননা প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত হলে দেশের উচ্চ শিক্ষার মান উন্নত হতে বাধ্য। আর এর ফলে আমরা একটা কোয়ালিটি প্রোডাকশন পাব, যা থেকে জাতি পাবে আলোকিত মানুষ। বর্তমান সরকারের আগামী বাজেটে যে জিনিসটা থাকা অতি জরুরী তা হল বাংলাদেশের শিক্ষকদের জন্য পৃথক একটি বেতন কাঠামো করা। শিক্ষার মেরুদণ্ড যে প্রাথমিক শিক্ষা সেখানেও কোন বেতন কাঠামো নেই। সরকারের এবারের বাজেটে এর অবশ্যই একটা নির্দেশনা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। সরকারের বাজেটে অবশ্যই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকার যে বরাদ্দ দেয় তা যথেষ্ট নয়। সরকারের দেয়া অর্থ বেশির ভাগই খরচ হয় শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতনভাতা দিতেই। তাই শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষা গবেষণার খাতে বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।